5 marks Q:

# চৌকটি প্রশ্ন

১

(১) যাদের মাথা একেবারে ঠিক ছিল না, তারা হিন্দুস্থান - পাকিস্তানের বিভাজন সম্পর্কে কি বুঝেছিল?

তারা এটুকু জানতো কায়েদ-ই-আজম মুহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের জন্য এক আলাদা দেশ বানিয়েছেন, যার নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য, অবস্থান, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। তারা মূর্খ ভাবে, তারা পাকিস্তানে আছে, না হিন্দুস্থানে আছে? যদি তারা হিন্দুস্থানে থাকে, তবে পাকিস্তান কোথায়, আর যদি পাকিস্তানে থাকে, তবে যে এই বাড়ি কিছুদিন আগেও হিন্দুস্থান ছিল, তার কি হবে।

//

(২) লাহোরের যে তরুণ উদ্বিগ্ন পাগল হয়ে গিয়েছিল, সে কি ভেবে কষ্ট পেত?

তরুণ উদ্বিগ্ন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাগল হয়েছিল। সে যখন শুনল, অমৃতসর হিন্দুস্থানে গেছে, তখন তার খুব কষ্ট হল। কারন যে হিন্দু তরুণীর সঙ্গে তার প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল, সেও সে ভুলতে পারেনি। তাই সে হিন্দু-মুসলমান সব নেতাদের গালাগালি করত, তারা একজোটে হিন্দুস্থানকে দুটুকরো করেছে। তার প্রেমিকা হিন্দুস্থানী, আর সে হয়েছে পাকিস্তানী, তারা মিলবে কি করে, তাই ভেবে সে কষ্ট পেত।

//

৩। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার দেশত্যাগের পর কি হবে?

পরিবার সবচেয়ে যে দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার ছিল, তারা যখন বুঝলো হিন্দুস্থানকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজরা চলে যেতে, তখন তারা খুব দুঃখ পেল। তারা ঘটনার পর ঘটনা এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল যে এরপর তাদের পোজিশনটা কি হবে। ইওরোপীয়ান ওয়ার্ড থাকবে না তুলে দেওয়া হবে? ব্রেডলস পাওয়া যাবে কি যাবে না। কেবল রুটির জন্যে তাদের কি তন্দুরী খেতে হবে? এইসব তারা ভাবতে লাগল।

## চেম্বার্স :

১। রাখব সরকার চরিত্র :-

রাখব সরকার নিজেকে উন্নত মনুষ্যত্বের সার্থক বলে মনে করেন। তার মস্তক সদা উন্নত। তিনি খদ্দর পরেন। মাথায় টুপি দেন। পায়ের জুতোও এত কষ্টকাকীর্ণ যে তার থেকে পা দুটি রক্ষা পায় না। সে যেন জীবনের সরমজারই মত। রাখব সরকার প্রতিবাদী হবার ভান করেন, নিজেকে তিনি জীবন নীতিবাদীও ভাবেন, অনমনীয় চরিত্র তার। চিরকাল তিনি আত্মনির্ভর হয়ে চলেছেন। কারুর অনুগ্রহ চাননি কোনোদিন। কিন্তু অপরকে অনুগ্রহ করতে তার দ্বিধা নেই। মানুষে টাকা নাড়ে বলে বিশ্বাস পালকী-চড়তে তিনি দ্বিধা বোধ করেন। এই বিশ্বাসওয়ালা লোকে মতামত করতে চাইলে বিনাদ্বিধায় তিনি লোকে না বলে দেন। কিন্তু অহংকারী অথচ মানবদরদী রাখব বিশ্বাসওয়ালাকে অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে জড়ার

দু' পয়সা বেশি এমন দিতে চান, কারণ তার মাথায় তখন রুশ সমাবর্তন, পল্লীবাসী বাঙালির মানুষের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে দারুন-দরদী - ভাবনা মেশে উঠেছে। কিন্তু দরিদ্রেরও যে অহংকার থাকে, শ্রমের মর্যাদা থাকে, রাখালের তা জানা ছিল না, তাই মজুরী না পেয়ে বিনা শ্রমে বিশ্বাস্তুয়ালা তার থেকে ভিক্ষা নিলো না, গল্পের শেষে তাই বিশ্বাস্তুয়ালাই উন্নত মস্তক রইল, রাখাল অবনত মস্তকে, লজ্জিত হতে বাধ্য হল, মনুষ্যত্বের অপমানকারী-রাখালের দীন দরিদ্র চেহারাটাই তো, গল্পের শেষে প্রকট হয়ে উঠল।

রেকর্ড:-

চোরাকারবারের রেকর্ডের দোকান থেকে লেখক আগে কি কি কিনেছেন? এখন যে রেকর্ডটি কিনলেন, তার নতুনত্ব কোথায় ছিল?

চোরাকারবারের দুরকমের রেকর্ডের মধ্যে তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, রামকৃষ্ণ পরমহংসের গান, দিলীপকুমারের মুঠো মুঠো রাজা দুবা। আর একবার যে রেকর্ডটি পেলেন, তার অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা, উপরের লেখাগুলিও অপরিচিত। আর রেকর্ডটিও খুব পুরনো নয়, রেকর্ডটা বাজাতে মাত্র প্রথমে শোনা গেল একটা অদ্ভুত সম্মিলিত বাজনা, ড্রাম, সীটার, আরও কি কি বাজনা, তা বোঝা গেল না, নারী পুরুষ মিলিয়ে চার পাঁচজনের কণ্ঠ আছে বলে মনে হয়, যেমন বাজনা, তেমন সুর, ভাষা অচেনা হলেও সুরটি যেন খুব চেনা, কোথায় যেন রক্তের মধ্যে দোলা লেগে যায়।

//

হুপার্টিক রেকর্ডটি সম্পর্কে কি করে

এই রেকর্ডটিতে আছে ইউরোপের এক
ছোট দেশের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী, হিটলারের
নাৎসী বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়
সেই দেশ, হিটলারের সেনাবাহিনীর দাবী
করেছিল এই রেকর্ডের প্রত্যেকটি অভি-
নিবেশ করা হয়েছে। হত্যা করা
হয়েছে প্রত্যেক শিল্পীকে, এই রেকর্ড,
গোপনে তৈরী হয়েছিল, গোপনেই
সামান্য সংখ্যায় বিক্রি ও বিলি করা হয়,
অথচ কি আশ্চর্য, এই রেকর্ডের একটি
কপি পাওয়া গেল কলকাতার থেকে
বহুদূরে। স্বাধীনতার দাবী কেউ কেউ
শেষ পর্যন্ত নষ্ট করতে পারে না, রেকর্ডটি
যেন তারই প্রতীক হয়ে রইল,

//

লেখক ঐ রেকর্ডটির সঙ্গে কেমন করে
আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করলেন।
ঐ রেকর্ডটির মধ্যে ছিল বন্দী প্রাণের
কোঁড়ে গর্জন, মানুষের স্বাধীনতার দাবী,
তাই প্রকৃতি বা মানুষের মধ্যে যেখানেই
ব্যত্যয় ঘটে মুক্তির দাবী, তার সঙ্গেই
ঐ রেকর্ডের মিল পান লেখক। সে এক
পুত্রের গর্জন, হোক বা ক্ষুধা কোকিলেরই
হোক বা সাঁকোর বন্দী বাঘই হোক,
লেখক বুঝলেন এই গানের সুর তাদের
সকলের ধূমল রক্তের মধ্যে তলিয়ে
ছিল, তাই তাকে এত চেনা মনে হয়েছিল,

"সেদিন সেদিন, কালে কালে এ সুর এক।"
খাদ্য খাওয়া প্রকৃতি-বা মানুষ, সহনশীলতার শেষ
বেয়ে ওঠা উৎসব বা সংগ্রামের পাথরের
বোল সব কিছু মিলেই এই রেকর্ডটিকে
সৃষ্টি করেছে।

//

রেকর্ডটির কথা শুনে করুণার কি অনুভূতি
হল?

তার চোখে যে অসহ্য ঘৃণা ঝলসিল,
সে খুব আস্তে করে বলল, এ রেকর্ড কে
কেউ নিশ্চিহ্ন করে দাও না। কারণ বন্দী
প্রাণের মুক্তির ইচ্ছাটা যে চিরন্তন। তাই
নষ্ট হলেও রেকর্ডটা বেঁচে থাক কোথাও,
তার পরিবর্তে গোপন থাক নীরবে।

//